মেহেরপুরে বিএনপির বৃক্ষরোপণ ও দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে পৌর ও উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন মরহুম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বাদ আসর উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ

হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলাম, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমত আরা, সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ আলী, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন এবং গাংনী ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, দলের দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে হত্যা করার পর খালেদা জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দলের ও দেশের কঠিন সময়ে তিনি দলকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশের বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় কাজ করেছেন।

তিনি দলের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির সমালোচনা করে তিনি নেতাকর্মীদের বিভিন্ন অপপ্রচারের বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

মেহেরপুর হাসপাতালে আকষ্মিক

পরিদর্শনে এমপি, বিএনপি-জামায়াতের উত্তেজনা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান। এ সময় বিএনপির এক কর্মীকে দেখে জামায়াতের নেতাকর্মীরা দালাল বলে চিহ্নিত করলে বিএনপি-জামায়াতের হট্টগোল ও উত্তেজনা বেঁধে যায়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম ও আউটসোর্সিং কর্মীদের বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে সংসদ সদস্য পরিচয়পত্র ও নিয়োগসংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। এ সময় উপস্থিত বিএনপির এক পক্ষের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছাত্রদলের এক কর্মীকে থাপ্পড় দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিরাপত্তার স্বার্থে সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। এদিকে ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা হাসপাতাল গেটে অবস্থান নিয়ে জামায়াতবিরোধী স্লোগান দেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, এমপি সাহেব হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান। সেখানে আমাদের নেতাকর্মীরাও ছিলেন। এ সময় একজন দালালকে চিহ্নিত করে তাকে এখানে কে রেখেছে জানতে চাইলে তারা দলবেঁধে এসে হট্টগোল সৃষ্টি করে।

এদিকে, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি সানি আহমেদ জানান, রবি নামের আমাদের এক কর্মীকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন লিফটের ওখানে। জামায়াতের কর্মীরা তাকে দেখে মারধর করলে সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি হয়।

সদর উপজেলা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান অভিযোগ

করেন, হাসপাতালের বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবৈধ আখ্যা দিয়ে সংসদ সদস্যের সঙ্গে থাকা লোকজন তাদের মারধর করেছেন। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানান।

অন্যদিকে, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন দাবি করেন, হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় অতিরিক্ত আউটসোর্সিং কর্মীদের বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের এক কর্মী অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পরে দেহরক্ষীর সঙ্গে ওই কর্মীর সংঘর্ষের জেরে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা হামলার চেষ্টা চালান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সংসদ সদস্যকে নিরাপদে তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে পৌঁছে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. ফজলুর রহমান বলেন, এমপি সাহেব হাসপাতালে ভিজিটে এসেছিলেন। নতুন ভবনের প্যাথলজিতে গিয়ে ওখানে নতুন কিছু স্বেচ্ছাসেবক দেখেছেন, যাদের এখনো আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে তাঁর কিছু নেতাকর্মীও ছিল। তারা দালাল মনে করে কিছু কথা বলেছেন। পরে উভয় পক্ষের লোকজনের সঙ্গে একটু হট্টগোল হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যেগে জুলাই গণঅভ্যুথান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির উদ্যেগে জুলাই গণঅভ্যুথান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১২টার দিকে আটকবর হলরুমে জুলাই গণঅভ্যুথানে শহীদদের স্মরণ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল

হাসান তনু সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ।

এ সময় প্রধান অতিথি জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন,৫আগস্টে এই দিনে বিএনপি নেতা কর্মীরাসহ যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন এই আগস্ট মাসে সকলকে সজাগ থাকতে হবে কোন ফাঁসিসসহ কেউ যেন বিশৃঙ্খলা না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিটের যুগ্ন আহবায়ক দার্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম,নাটুদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলীসহ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা

বর্তমান সরকারের সফলতা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জনসভার আয়োজন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি।
বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার আনন্দবাস বাজার প্রাঙ্গণে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন বিশ্বাস ও হারুন উর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মান্জারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মাস্টার, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাশেম আলী মণ্ডলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আওয়ামী লীগ তো ভারতে জায়গা পেয়েছে আপনারা কোথায় পালাবেন গাংনী অফিস

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির পথযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা ও মেহেরপুর জেলা সমন্বয়কারী এডভোকেট শাকিল আহমেদের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব আক্তার হোসেন এমপি, কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি, ডাক্তার মাহমুদা মিতু এমপি ও নুসরাত তাবাসসুম এমপি সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিশ্বের বড় রাজনৈতিক দল দাবিদারী একটা গ্রুপকে টেলিগ্রাম লীগে পরিণত করতে পারছে। ট্যাঙ্ক গোলাবারুদ পার্শ্ববর্তী দেশ বিদেশী শক্তি টাকা পয়সা অর্থবিত্ত কোন কিছুই এই দলটার পতন ঠেকাতে পারে নাই।
আক্তার হোসেন এমপি বলেছেন, ইলেকশনে দিতে চাইত না। ইলেকশনের নামে

ডামি ইলেকশন করতো। ইলেকশনের নামে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করত। বিএনপি সরকারের ছয় মাস হয়ে গেছে কবে স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন দেবে সেই তারিখ এখনো জানায়নি। এখন ভোট না দিয়ে স্থানীয় সরকারের তাদের প্রতিনিধি বসায়। ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদে বিএনপি নেতাদের প্রশাসক পদে বসাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবসায়ী ও সাহিত্য শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করছে। বিএনপি কথায় কথায় বলে ৩১ দফা বাস্তবায়ন করবে বিএনপির সেই ৩১ দফায় কোথায় লেখা ছিল যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করতে হবে।
মাহমুদা মিতু এমপি বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন, যাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে সরকার গঠন করেছেন তাদের কুশপুত্তলিকা তৈরি করেছেন। আপনারা আওয়ামী লীগ থেকে যদি শিক্ষা না নেন তাহলে গাংনীবাসী এমন শিক্ষা দেবে, আওয়ামী লীগ তো ভারতে জায়গা পেয়েছে আপনারা কোথায় পালাবেন সেটি এখন থেকে চিন্তা করেন। বাংলাদেশ আর সেই বাংলাদেশ নেই বাংলাদেশকে যদি আওয়ামী লীগের রাস্তায় নিয়ে যেতে চান হাসিনার মতো পালায় না পালায় না বলে পালিয়ে যেতে হবে মুখ দেখানোর জায়গা পাবেন না। একটা বালুর ট্রাক সরাতে পারেন নাই আর এখন চোরা গুপ্তা হামলার চেষ্টা করেন। এনসিপি জুলাইয়ের ২৪ আন্দোলনের রক্তে গড়ে ওঠেছে। এনসিপির গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় জনগণ জানে। গণভোটে রায়ের সাথে বেইমানি করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এসময় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি ছাত্র-জনতার নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ধ্বংস করে দিচ্ছে

বিএনপি সরকার ছাত্র-জনতার নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ধ্বংস করে দিচ্ছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ১২টি প্রতিষ্ঠানে বিএনপি তাদের দলীয় পদধারী নেতাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। এসব কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সদস্য

সচিব আখতার হোসেন এমপি। তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের সরকার জনগণের স্বপ্ন আজ ধ্বংস করে দিচ্ছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এই সরকার রাষ্ট্রের সব দপ্তরে নিজেদের দলীয় পদধারী লোকজন নিয়োগ দিচ্ছে।

এছাড়াও আখতার হোসেন বলেন, সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে অতিরিক্ত সচিব পদে বিএনপির পদধারী একজনকে বসিয়েছেন সরকার। এই নিয়োগের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন কমিশন কুক্ষিগত করার চক্রান্ত শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এমন প্রতিষ্ঠানে সরাসরি দলীয় পদধারী লোক নিয়োগের যে নজির বিএনপি স্থাপন করেছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। সেই সঙ্গে এই নিয়োগ বাতিল করতেই হবে।

গতকাল রোববার জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে ‘জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক পদযাত্রা শেষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

আখতার হোসেন বলেন, বিএনপিকে মনে রাখতে হবে এই বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিমসহ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের বাংলাদেশ। দেশের জনগণ কোনো ধরনের বৈষম্য মেনে নেবে না। দেশের মানুষ ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাকে তাড়িয়েছে, কাজেই বিএনপিকে মনে রাখতে হবে। এমন কিছু আপনারা করবেন না, যেন দেশের মানুষের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজার সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার, জাতীয় নারী শক্তির সদস্য সচিব ডা. মাহমুদা মিতু এমপি। এসময় ঝিনাইদহের জুলাই শহিদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল ইসলামের বাবা আবু বকর সিদ্দিক, মা হাফিজা খাতুন ও শহিদ সাব্বির হোসেনের বাবা আমোদ আলীসহ এনসিপির জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেন, শেখ হাসিনা ভারতের ওই হেডকোয়ার্টারে বসে বারবার হুঙ্কার দিচ্ছেন, তিনি নাকি দেশে ফিরে আসবেন। শেখ হাসিনা ‘পালাই না, পালাই না’ বলে হুঙ্কার দিয়ে আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন। শেখ হাসিনাকে বলতে চাই, দেশে ফিরে আসুন। আপনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। ১৪শ’ নিরীহ মানুষকে হত্যার দায়ে, ২৪-এর জুলাই-

আগস্টে গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে।

এসময় বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে সরোয়ার তুষার বলেন, নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছিল বিএনপি। কিন্তু তারা নির্বাচিত হওয়ার পরে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই হলো বিএনপির চরিত্র। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের মানুষ ভালোবাসে, সম্মান করে। কিন্তু তারেক রহমান মানুষের সেই ভালোবাসা ও আবেগের সঙ্গে বেইমানি করেছেন।

আইনমন্ত্রীর সমালোচনা করে তুষার আরও বলেন, ঝিনাইদহে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জেলা সদর ও শহরের আশপাশেই করা হয়। কিন্তু আইনমন্ত্রী তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই মেডিকেল কলেজকে একটি উপজেলায় নিয়ে যাচ্ছেন। এই আইনমন্ত্রী বিএনপির গুপ্তচর হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তিনি বিএনপির আইনমন্ত্রী। এই আইনমন্ত্রী প্রতারণা করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথে সর্বপ্রথম বাধা দিয়েছেন। তার চক্রান্তেই সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে এসেছে। তারেক রহমানের এক কানে ফুঁ দিচ্ছে আইনমন্ত্রী, আরেক কানে ফুঁ দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আইনমন্ত্রীর নির্দেশে ঝিনাইদহে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। বিএনপিকে বলতে চাই, আপনারা আওয়ামী লীগের পথে হাঁটবেন না। আওয়ামী লীগ তো ভারতে আশ্রয় পেয়েছে, আপনারা কোথায় আশ্রয় নেবেন? আপনাদের বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরতে হবে।

সমাবেশে এনসিপির নারী শক্তির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব ডা. মাহমুদা মিতু এমপি বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় আজ খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, ছিনতাই বেড়ে গেছে। কিন্তু সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনের আগে বিএনপি জনগণকে যে প্রত্যাশার গল্প শুনিয়েছিল, তার কোনো বাস্তবায়ন দেশে এখন আর হচ্ছে না। দেশে আজ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, কিন্তু সেই জায়গা দখল করেছে বিএনপি। যুবদল, ছাত্রদল, বিএনপি নেতারা আজ চাঁদাবাজির রেকর্ড গড়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে দেশের মানুষ এমন সরকার চায়নি। দেশের মানুষের সঙ্গে তারেক রহমান প্রতারণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলবাজি ও দলীয় লোকজনের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে নির্লজ্জের মতো। সরকারি সব দপ্তরে বিএনপি কেবল তার দলীয় লোকজন নিয়োগ দিচ্ছে। এই সরকার এভাবে চলতে থাকলে তাদের পরিণতি

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের মতো হবে। তাদের পালানোর পথ থাকবে না।

এর আগে দুপুর ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ‘জুলাই পদযাত্রা ও শহিদদের স্মরণে’ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহিদ মিনারের সামনে থেকে পদযাত্রা বের হয়। পদযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এর আগে সকালে জুলাই শহিদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল ইসলাম ও শহিদ সাব্বির হোসেনের কবর জিয়ারত করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা। এসময় তারা শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ঝিনাইদহে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ীকে পুলিশে দিলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা

ঝিনাইদহ থেকে মনিরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

বুধবার (২২ জুলাই) সাড়ে ১১ টার দিকে আরাপপুর মাঝিপাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী শহরের ব্যপারীপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, জেলা বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিকসহ দলীয় নেতাকর্মীরা আরাপপুর এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এসময় এক ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ১৬৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে বিষয়টি ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ইয়াবাসহ আটক ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান জানান

মাদক আইনে তার বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী হলেন রাশেদ খান

প্রধানমন্ত্রীর সহকারী (রাজনৈতিক) পদে সচিব পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান বিএনপি নেতা মো. রাশেদ খান। এ সংক্রান্ত একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন ১৯ জুলাই জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে তাঁর নিয়োগের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাশেদ খান গণ অধিকার পরিষদ ছেড়ে এসে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ (কালিগঞ্জ উপজেলা ও সদর আংশিক) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করে পরাজিত হন। তিনি গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে উপ-সচিব মো. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে, অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, রাশেদ খানের নিয়োগ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এই নিয়োগের মেয়াদ থাকবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বকাল অথবা প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, যেটি আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত।

সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনস্বার্থে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। রাশেদ খানের এই নিয়োগকে সরকারের রাজনৈতিক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিনির্ধারণী সহায়তা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচনা করা

হচ্ছে।

এদিকে রাশেদ খান প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় ঝিনাইদহ ও কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি দপ্তরে ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ ও সমাবেশ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও জনহয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে চলমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন দলটির নেতারা।

আজ রবিবার (১৯ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা এসব দপ্তরে ঘুষ বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজুর রহমান রানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ

উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষ সেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বক্তারা অনতিবিলম্বে এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি সেবা পেতে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ না করলে এবং জনহয়রানি নিরসন না হলে বিএনপি জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর ও ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে।”

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব ও গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।